



## সাহিত্য বাতায়ন

editor.sahityabatayan@hotmail.com | facebook.com/share/1JSyDFrYBK | digital-bd.github.io/sahiya-batayan

## এই সংখ্যায়

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| ফিচার: করতলব খান মসজিদ; ইতিহাস ও স্থাপনার এক           | ১ |
| অনন্য নিদর্শন                                          |   |
| অগুণ্ণ: অনুতাপের অশ্রু                                 | ২ |
| চিঠি: হৃদয়েশ- আমার অনিশ্চিত সর্বনাম                   | ৪ |
| প্রবন্ধ: রঙের মেলা বনাম মনের দূরত্ব: আধুনিক প্রেমের এক | ৮ |
| করণ বাস্তবতা                                           |   |
| সংবাদ: সাহিত্য বাতায়নে বিজ্ঞাপন ও স্পন্সরশিপের        | ৯ |
| সুযোগ!                                                 |   |

## ফিচার

করতলব খান  
মসজিদ; ইতিহাস  
ও স্থাপনার এক  
অনন্য নিদর্শন

সিঁড়িযুক্ত কুয়াটি হয়তো হারিয়ে গেছে, কিন্তু থামেনি ৩০০ বছরের ইতিহাসের গল্পগাথা। জানুন পুরান ঢাকার বেগম বাজার মসজিদের অজানা ইতিহাস

সিয়াম, শিক্ষার্থী, ইংরেজি বিভাগ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



অলস দুপুরে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে মসজিদটা। বাহির থেকে বোঝার উপায় নেই, যে এখানে কোনো ইতিহাসের হাতছানি আছে। পুরান ঢাকার বেগমবাজারে অবস্থিত 'করতলব খান মসজিদ'। স্থানীয়রা অবশ্য চিনে 'বেগম বাজার মসজিদ' নামে। কেউ কেউ বলে 'শাহি মসজিদ'।

এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাকাল ১৭০০ থেকে ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে। বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব মুর্শিদকুলি খানের উপাধি ছিলো করতলব খান। অবশ্য 'মুর্শিদকুলি খান'ও মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দেওয়া উপাধি। ইতিহাসবিদদের মতে তার মূল নাম 'মুহাম্মদ হাদি' বা 'মীর্জা হাদি'।

করতলব খান মসজিদের স্থাপনায় দেখা মিলে আশ্চর্য শিল্পের সংমিশ্রণ। পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদের স্থাপনার সাথে মিল পাওয়া যায় আরেক মুঘল স্থাপনা সাত গম্বুজ মসজিদের। মধ্য-গম্বুজের আকৃতি খানিকটা বড়। এর দুই পাশেই রয়েছে দুটি করে গম্বুজ।

এই মসজিদের উত্তর পাশের দেয়ালে আছে বাংলার দোচলার মতো একটা ছাউনি দেওয়া ঘর। এখানে এই মসজিদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। মুঘল স্থাপনার সাথে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই মসজিদে। এছাড়াও, এই মসজিদে ছিল একটি সিঁড়িযুক্ত কুয়া। যা উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে দেখা মিললেও ঢাকার এই অংশে আর দ্বিতীয়টি ছিলো না। অবশ্য রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে সেটি।

মসজিদের ভিতরে দেখা মিলবে মুঘল স্থাপনার স্পষ্ট ছাপ। পূর্বের মসজিদের অবয়ব ঠিক রেখে বর্ধিত করা হয়েছে বেশ অনেকখানি। মসজিদের উপরে আছে একটি মাদরাসা। রোজ এই মসজিদে নামাজ পড়তে আসে মুসল্লিরা। পরম আনন্দে সেজদায় পড়ে থাকে তারা। দুপুরের তাড়া বাড়ে। আর, কালের সাক্ষী হয়ে ঠাঁই দাঁঠিয়ে আছে তিনশত বছরেরও পুরাতন এই ঐতিহাসিক ও নান্দনিক স্থাপনা। ইতিহাস বেঁচে থাকেই এইভাবে।

## কবিতা

অজানার ওপারে  
লগআউট

রানা জামান

মৃত্যু অন্তিম স্টেশন নয় জীবনের—  
হতে পারে একটি অদৃশ্য ট্রানজিট লাউঞ্জ  
ওখানে শরীর জমা থাকে পাঁচার নিমিত্তে  
আত্মা অবদিত গন্তব্যের টিকিট কাটে।

শেষ নিঃশ্বাসটি তখন আর-  
ফুসফুস থেকে বেরিয়ে যাওয়া বাতাস নয়,  
একটি পুরাতন পাসওয়ার্ড—  
অতঃপর খুলে যায় অন্য কোনো দরজা।

পেছনে পড়ে থাকে পরিধেয় বস্ত্র,  
চশমা, শয্যা, ক্রীনে অসমাপ্ত মেসেজ,  
কাপের তলায় ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কফি—  
আর কাঁদতে থাকা কিছু আপন মানুষ।

অন্ধকার কি সত্যিই ঘোর অন্ধকার?  
নাকি চোখের অপারগতার ভিন্ন নাম?  
কে জানে, ওপারে হয়তোবা-  
আলোও নিজের পরিচয় ভুলে বসে আছে।

আমি হাঁটবো—পা'র শব্দ শোনা যাবে না  
সময় থাকবে—থাকবে নাকো ঘড়ির কাঁটা  
নাম থাকবে না, ঠিকানা থাকবে না,  
শুধু একটি প্রশ্ন থাকবে—আমি কে?

হয়তো কোনো অদৃশ্য নদীর ধারে-  
তখন জীবন নিজেই জিজ্ঞেস করবে

সাহিত্যের আলোয় মিটুক অন্ধকারের  
ভয়,  
জাগ্রত মননেই হোক মানুষের জয়।

## কবিতা



## মায়ের মুখ

বি এম মিজানুর রহমান  
বয়স বাড়ছে বাড়ছে ব্যধি  
যন্ত্রণায় যে মরি,  
বাঁচতে ভবে স্রষ্টার নামটি  
বারেবারে স্মরি।

স্মরণ করি মায়ের মুখটি  
যে ছিলো খুব আপন,  
অসুখ হলে মায়ে আমার  
জেগে করতো যাপন।

মায়ের হাসি মুখটা দেখে  
সেরে উঠতাম আমি,  
বুঝি এখন মায়ের মতোন  
কেহ নয় রে দামি।

চারিপাশে কতো আপন  
কেউ নয় মায়ের মতো,  
স্বার্থপর লোক আজকে দেখি  
থাকে পাশে যতো।

মায়ের মুখের মাঝে আজও  
শান্তির পরশ খুঁজি,  
আপন মানুষ বলতে ভবে  
মাকে আমি বুঝি।

## কবিতা



## ক্ষমা করিস ফ্রেয়া

জাহিদ হাসান

ক্ষমা করিস তুই, ক্ষমা করো পৃথিবী,  
নিজের ক্ষেত্র হত্যাপাপে হয়েছি পাপী।  
যে চোখে স্বপ্ন ছিল, আজ সে চোখে জল,  
নিজের হাতেই নিভিয়েছি জীবনের সম্বল।  
বুকের ভেতর অনুতাপ, আত্মা জুড়ে ক্ষয়,  
কোন পাপে যে আপনজনই পর হয়ে যায়!  
ফিরে যদি পেতাম তাকে, শুধরাতাম সব ভুল,  
আজীবন বয়ে বেড়াব এই পাপেরই মাশুল

অগুগল

## অনুতাপের অশ্রু

দক্ষিণ সালনা, গাজীপুর।

জনি সিদ্দিক



বৈশাখ মাস। বিকেল বেলা। প্রচন্ড গরম। লোডশেডিং চলছিল। তপ্ত গরমে ঘরে থাকা যায় না। বেশ কয়েক বছর পর গ্রামে এসেছেন মোল্লা সাহেব ও তার স্ত্রী। বাসায় কাজের মেয়ে নেই। তাই গ্রামে এসেছেন কাজের মেয়ের খোঁজে। এখন আর আগের দিন নেই। গ্রামের মানুষ কষ্টে থাকলেও অন্যের বাসা বাড়িতে আর বুয়ার কাজ করতে চায় না। বেশ খোঁজাখুঁজির পরে মোল্লা সাহেবের স্ত্রী সুমাইয়ার খোঁজ পেলেন। ওদের বাড়িতে গিয়ে তিনি অনেক পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বাবা হারানো মেয়েকে সাথিরন বেওয়া সাথে কিছুতেই ঢাকা শহরে পাঠাতে রাজি হন না।

“ও সাথিরন বু, শুনোনা আমার কথা? তুমি চিন্তা করে দ্যাখো তোমার মেয়েকে তুমি মানুষ করতে পারবেনা। তুমি আমার কাছে ওকে দাও। আর আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, আমি ওকে লেখাপড়া, কাজকর্ম শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করে সুপাত্রের হাতে বিয়ে দিয়ে দিবো। মাসে মাসে তোমাকে টাকা পাঠাবো! দয়া করে তুমি রাজি হওনা সাথিরন বু? আমি কথা দিচ্ছি, তোমার মেয়েকে আমার নিজের মেয়ের মতো করে রাখবো! প্রতি বছরে দুইবার করে এখানে আনবো।”

আজ বড্ড মনে পড়ছে মেয়েটার কথা। মেয়েটা সেই কবে ঐ দূর ঢাকা শহরে গেছে! দুই বছর হলো মেয়েকে চোখে দেখেননি সাথিরন বেওয়া। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনকার চিত্র। কতো অনুনয়-বিনয় করে মোল্লা সাহেবের স্ত্রী তার একমাত্র মেয়েকে শহরে নিয়ে গিয়েছিল। মনে না চাইলেও মেয়ের সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে মোল্লা সাহেবের স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে তার হাতে মেয়েকে তুলে দিয়েছিলেন সাথিরন বেওয়া। স্বামীটা আজ থেকে চার বছর আগে মরণরোগে আক্রান্ত হয়ে নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তারপর একমাত্র মেয়ে সুমাইয়াকে নিয়ে গ্রামে এর ওর বাড়িতে কাজ করে কোনো রকমে দিন কাটাতে থাকেন। তখন ওর বয়স ছিলো দশ বছর। এরপর যখন বারো বছর হলো তখন

হঠাৎ করেই গ্রামের পরিচিত মোল্লা সাহেবের স্ত্রী কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রলোভন দেখিয়ে ওকে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তারা আর গ্রামে আসেননা। ফোনে বলেন ও খুব ভালো আছে। খুব সুন্দর ফুটফুটে চেহারা হয়েছে! খুব ভালো পড়াশোনা করে। আমরা এবার গরমের ছুটি পেলেই গ্রামে আসবো। তাদের কথায় সাথিরন বেওয়া আশ্বস্ত হয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকেন। মেয়ের অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকেন। কিন্তু মেয়ের দেখা আর পাননা! আজ কেনো জানি পৃথিবীটাকে খুব কঠিন মনে হচ্ছে। সব কিছুকে মিথ্যা মনে হচ্ছে।

“এই ছেমড়ি! কথা কানে যায়না? এতোবড়ো হয়েছি স অথচ কাজের কোনো ছিরি পত্তর হয়না ক্যান? খালি খাওয়া আর ঘুম পাড়া না?” উত্তেজিত গলায় বললেন মিসেস মোল্লা। শরীরটা চার-পাঁচদিন যাবত ভালো যাচ্ছেনা সুমাইয়ার। এই বাড়ির মধ্যে আর ভালো লাগেনা। সবার চতুর্মুখী নির্যাতনে সে আর টিকতে পারছেন! কতদিন হলো মায়ের মুখ দেখেনি। কথা বলেনি। মায়ের কথা বললেই অকথ্য গালাগাল শুনতে হয়। উনাদের মোবাইলে টাকা থাকেনা! অথচ মোল্লা সাহেবের ছেলেমেয়েরা সবসময় এর ওর সাথে কথা বলে। সারাদিনই কানে মোবাইল আর হেডফোন থাকে! মায়ের কথা মনে পড়ায় চোখের কোণা দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। উনারা বলেন ওর মা নাকি ভালোই আছেন। কিন্তু উনাদের কথা সুমাইয়ার বিশ্বাস হয়না। সুমাইয়ার কাছে মনে হয় এদের চেয়ে আর মিথ্যাবাদী লোক বুঝি এই দুনিয়ায় আর কেউ নেই! কারণ ওকে এতো কষ্টে রাখার পরেও ওর মায়ের কাছে বলে খুব সুখে আছে। ওর হ্যাংলা পাতলা শরীরটাও এখন নাদুস-নুদুস হয়েছে, ভালো লেখাপড়া শিখেছে, অনেক বড়ো হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কতো ভাষা মিথ্যা কথা! আসলে মনে হয় এরা সত্য কথা বলতেই জানেনা! দীর্ঘ দুইটা বছর নানা নির্যাতন সহ্য করে চলেছে সুমাইয়া। মাঝে মাঝে এ বাড়ি ছেড়ে চলেও যেতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি। কারণ কোনো উপায় নেই! সারাদিন ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে হয়।

দীর্ঘ নির্যাতন শেষে সুমাইয়া আজ শ্রান্ত ক্লান্ত। ১০৪ ডিগ্রি তাপমাত্রার জ্বর গায়ে! শরীরটা আজ আর উঠেনা। কিন্তু তারপরেও পাষণ মিসেস মোল্লা অমানুষের মতো কাপড় কাঁচতে বলছেন। কিন্তু চাইলেও সুমাইয়া সহজে উঠতে পারেনা। রেগে গিয়ে মিসেস মোল্লা পিঠের ওপর একটা লাথি দিয়ে বললেন কিরে নবাবজাদী, এখনো উঠিসনি? বাধ্য হয়ে চোখদুটো ডলতে ডলতে বাথরুমের দিকে গেলো সুমাইয়া। কাপড় কাঁচার একপর্যায়ে বাথরুমের মেঝেতে পড়ে যায় সুমাইয়া। মোল্লা সাহেব গোসল করতে এসে সুমাইয়াকে দেখলেন। গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন। প্রচন্ড জ্বর। তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে ওর ঘরে শুইয়ে দিয়ে আপাতত একটা প্যারাসিটামল খাইয়ে দিলেন। আজ শুক্রবার। জুমার নামাজের দিন। তিনি তাড়াতাড়ি মসজিদে গেলেন।

সুন্নাতগুলো পড়ে ইমাম সাহেবের বাংলা বয়ান শোনার অপেক্ষা করছেন। ইমাম সাহেব যথাসময়ে মিম্বারে উঠে সবাইকে সালাম জানিয়ে আল্লাহ ও রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রশংসা করে তার খুবতবা শুরু করলেন

“প্রিয় হাজেরীন! আজকে শিশু দিবস। তাই আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। হাজেরীন, আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হলো আমাদের ছোট ছেলেমেয়ে-সন্তান। আমরা তাদেরকে বেশি ভালোবাসি কারণ শিশুদেরকে ভালোবাসা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শিশুদেরকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। কেননা মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে বলেছেন, ‘তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা।’ এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা রাখবে।’ (বুখারি শরিফ) প্রিয় হাজেরীন, আর শিশুদের প্রতি ভালোবাসা শুধু নিজ সন্তানের জন্যই নির্ধারিত নয়। বরং এটা সকল আত্মীয়-অনাত্মীয়, ধনী-গরিব শিশুদের জন্যই সাব্যস্ত। সম্মানিত হাজেরীন, লক্ষ্য করুন, আমরা অনেকেই কিন্তু আমাদের বাসায়, দোকানে কাজের মানুষ হিসেবে ছোট ছেলেমেয়েদের রাখি। এদের অনেকেরই পিতা অথবা মাতা নেই। এদের বেশিরভাগই এতিম। তাই আমাদের উচিত তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে যার আচরণ সুন্দর, কিয়ামতের দিন সে আমার সবচেয়ে কাছে থাকবে।’ (তিরমিযি শরিফ) এছাড়াও মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা এতিমদেরকে গলাধাক্কা দিওনা!’ কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমরা এতিম কাজের ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত ঘৃণা করি। আমরা তাদেরকে লেখাপড়ার সুযোগ দেইনা। ভালো কাপড়-চোপড় ও ভালো খাবার দেইনা। একটু ভুল হলে তাদের মারধর ও গালাগালি করি! এটা ঠিক নয়। যারা এরূপ করেন তাদের উপর আল্লাহর লা’নত পড়বে! আপনারা গ্রাম থেকে তাদের পিতা-মাতাকে কতো আশা আকাঙ্ক্ষা আর প্রলোভন দেখিয়ে শহরে নিয়ে আসেন! অথচ তা পালন করেননা! কিন্তু গ্রামে তাদের অভিভাবক আপনাদের বিশ্বাস করে বড় আশা নিয়ে তাদের যক্ষের ধনকে এখানে পাঠায়। হাজেরীন, আপনারা কাজের লোকদের সঙ্গে

ভালো আচরণ করবেন। অন্যথায় আল্লাহ অখুশি হবেন। আর আল্লাহ অখুশি হলে আপনার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে দয়া করেনা, সে দয়া পায়না!’ অতএব যদি আপনারা দয়া না করেন তাহলে আপনার কাছ থেকে দয়া বা অনুগ্রহ পাবেননা!”

মোল্লা সাহেব ইমামের কথাগুলো খুবই মনোযোগ সহকারে শুনছেন। ইমাম সাহেবের কথাগুলো যেনো তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে বলে মনে করলেন। তার দু’চোখ দিয়ে অনবরত অশ্রু বরছে! তিনি একি আচরণ করেছেন সুমাইয়ার সঙ্গে? তার অন্তর অনুতাপে পুড়ছে! নামায শেষ করেই তিনি দ্রুত বাসায় আসলেন। দেখতে

পেলেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাই যে যার মতো মোবাইল ও টিভি দেখায় মত্ত! কিন্তু সুমাইয়া নেই। তাড়াতাড়ি সুমাইয়ার ঘরে গেলেন। সুমাইয়ার শরীরে হাত দিয়ে অনুভব করলেন জ্বর আরও বেড়ে গেছে। জ্বরের তাড়নায় কাঁপছে! দ্রুত কোলে করে পাশের ক্লিনিকে নিয়ে গেলেন। কর্তব্যরত ডাক্তার অবস্থা শোচনীয় বলে জানালেন। মোল্লা সাহেব চিন্তায় পড়ে গেলেন! তবে ইচ্ছে করেই বাসার কাউকে কিছু জানালেননা! একঘণ্টা পর। ডাক্তার জানালেন -‘আর সম্ভব নয়। আই অ্যাম



অণুগল্প

## অনুতাপের অশ্রু (পূর্বাংশের পর)

জনি সিদ্দিক

সরি!’ মোল্লা সাহেব ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ভাবছেন তিনি এখন ওর মায়ের কাছে কি জবাব দিবেন? তিনি একি করলেন? গাঁয়ের একটি সহজ সরল মেয়েকে এভাবে বিনা অপরাধে গলা টিপে হত্যা করলেন? একটা মায়ের বিশ্বাসকে এভাবে খুন করলেন?! তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন!

ক্লিনিকটি বেসরকারি হওয়ায় একটি অপরাধের তদন্ত করতে সেখানে ঘটনাক্রমে একজন গোয়েন্দা পুলিশ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিষয়টি লক্ষ্য করেন এবং প্রথমত ডাক্তারের সঙ্গে তারপর মোল্লা সাহেবের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বললেন। সব জানার পর তিনি চুপি চুপি থানায় ফোন করে পুলিশ এনে মোল্লা সাহেবকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গেলেন! কিন্তু তখনো বাসার সবাই টিভি দেখায় মত্ত!

কবিতা

## বাস্তবতার রং

শাহতাজ জাহান সাদিয়া

স্বপ্নগুলো আজও বেঁচে আছে মনের গহিন কোণে,  
কিছু কথা হারিয়ে গেছে সময়েরই স্রোতে।  
যা চেয়েছি, তা কি পেয়েছি জীবনের এই পথে?  
কত যে না-পাওয়া জমে আছে নীরব দীর্ঘশ্বাসে!

বাস্তবতা শেখায় আমায়, সব চাওয়া হয় না পূরণ,  
কিছু মানুষ স্মৃতি হয়েই করে হৃদয় হরণ।  
কিছু গল্প শেষ হয় না, থেমে যায় মাঝপথে,  
কিছু ব্যথা হাসি হয়ে লুকিয়ে থাকে ঠোঁটে।

জীবন মানে শুধু পাওয়া নয়, হারানোরও নাম,  
কখনো রোদ, কখনো বৃষ্টি, কখনো অচিন সন্ধ্যাবেলা।  
তবু মানুষ স্বপ্ন দেখে, বুকের মাঝে আশা রাখে,  
হাজার কষ্ট পেরিয়েও নতুন ভোরের অপেক্ষাতে।

হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে না কোনো দিন,  
হয়তো কিছু শূন্যতা থেকে যাবে রঙহীন।  
তবু নিজের মতো বাঁচুক মন, নিজের মতো হোক  
পথচলা—

বাস্তবতার ভিড়েও যেন হারিয়ে না যায় স্বপ্ন দেখা।

কবিতা

## বর্ণমালার মেয়ে

মোঃ সৈয়দুল ইসলাম

বর্ণ নিয়ে খেলা করে  
পাশের বাড়ির আলো,  
সকাল সন্ধ্যা পড়তে বসে  
পড়ায় খুবই ভালো।

বর্ণমালার মেয়ে বলে  
সবাই চেনে তাকে,  
মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে  
পড়ার ফাঁকে ফাঁকে।

ভাবভঙ্গিমায়া ছড়া পড়ে  
শুনতে লাগে ভালো,  
দিকে দিকে মিষ্টি মেয়ে  
ছড়ায় ছড়ায় আলো।

গাইতে পারে গানও মধুর  
কণ্ঠ তাহার সেই,  
পাড়ায় পাড়ায় সাড়া জাগায়  
কোন জুড়ি নেই।

কবিতা



## চিত্রের স্বপ্নরেখা

বৈশাখী খাতুন

শ্রাবণের অরুণকান্তী কানন,  
ফুটে সহস্র দেয়াললিখন  
জাগিয়ে ধরণী সহসা তরুণ,  
রয়েছে ঘিরে নির্ভয় চরণ।  
তাজা ফুলের গন্ধে নীরব  
ভ্রমরের সুরে মায়াবী শিহরণ।  
চেয়ে আছে দূর প্রান্তরে,  
শত বাধা আসুক এ পথে,  
ভাঙবে শিকল পক্ষাঘাতে।  
যতই করবে বাকরুদ্ধ,  
হবে প্রগাঢ় এ ভাষা শুদ্ধ।  
বারে গেল অজস্র প্রাণ,  
থামবে কবে চির আত্মবলিদান।  
কত শত কষ্ট বাধা জননীর বুকে,  
নয়তো নিঃশেষ আমৃত্যু চোখে।  
চেয়ে আছে তরুণের পথের দাবি,  
ঘুরবে কি আদৌ সময়ের চাবি।

কবিতা



## মায়াবতী

ফারুক আহমেদ জীবন

তুমি না বড্ড মায়াবতী....  
পাগল করা কি যাদুময়ী রূপ তোমার,  
সুবাসিত রজনী গুচ্ছ যেনো এক  
তুমি পুষ্প ফুলদানি,  
কি নিষ্পলক মায়াবী চাহনি তোমার  
তোমার ঐ রূপের কাছে তুচ্ছ  
অলংকারে সজ্জিত যে কোনো রাজ্যের  
রাজকন্যা মহারানী।

সত্যি, তুমি না বড্ড মায়াবতী  
মনে হয় অপলক চেয়ে দেখি বারবার  
ও রূপে যেনো ঘুচে যায় আঁধার  
ম্লান হয় চান্দ্রের জ্যোতি,  
তোমারও রূপে হার মানে সব রূপ  
তুমি যেনো পাগল করা ধূপ  
তোমারও রূপের কাছে অতি তুচ্ছ যেনো  
মণি হিরা জোহরা মতি।

বিশ্বাস করো তুমি বড্ড মায়াবতী  
প্রাণ হরণ করা তোমার কি মায়াবী আঁখি  
এতো গভীর মনে হয় বারবার দেখি  
রূপক মিথ্যে নয় এক রতি,  
হাসি বরা কতো সুন্দর মিষ্টি অবয়ব  
তোমার দীঘল কালো কেশে  
আর বাঁকা ওষ্ঠদ্বয় বিভোর করে আবেশে  
যেনো করতে বলে প্রীতি।

কবিতা



## অস্ত্র

ওমর নুর শোয়েব

অস্ত্র কখনো হাসে না,  
কখনো কাঁদে না  
তার নেই কোনো অনুভূতি,  
নেই ভালো-মন্দের বিবেক।  
অস্ত্র দিয়ে সীমান্ত পাহারা হয়,  
রক্ষা পায় মানুষ, মাটি ও দেশ;  
আবার সেই অস্ত্রের আঘাতেই  
শেষ হয়ে যায় জীবনের গল্প।

যার বিবেক যত  
পরিষ্কার, তার জন্য  
মুক্তি কঠিন।

চিঠি

## হৃদয়েশ- আমার অনিশ্চিত সর্বনাম

শিক্ষার্থী: ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তাহমিদা খানম



হে হৃদয়েশ,

ইতি-আরম্ভের প্রচলিত শিষ্টাচার, পত্রেরচনার বিধিবদ্ধ অনুশাসন কিংবা বাক্যবিন্যাসের সুশৃঙ্খল পরিসীমার প্রতি ক্ষেপ না করেই আজ লিখতে বসেছি কিছু অবিন্যস্ত কথামালা—হৃদয়ের অতল প্রদেশে দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত এমন কিছু অনুভূতি, যাদের যথার্থ অভিব্যক্তি খুঁজতে গিয়ে বারবার ভাষার কাছে পরাজিত হয়েছি। জানি না, এই লেখাকে আদৌ পত্র আখ্যা দেওয়া সমীচীন হবে কি না; কেননা, হৃদয়ের অন্তঃপুরে যে আবেগগুলো নীরবে বেড়ে উঠেছে, যে আকাঙ্ক্ষাগুলো অনুচ্চারিত থেকেও প্রতিনিয়ত অস্তিত্বের জানান দিয়েছে, যে অনুভূতিগুলো ভালোবাসার অনির্বচনীয় আবেশে নিজস্ব এক জগৎ নির্মাণ করেছে—তাদের সম্পূর্ণ অবয়ব এই সামান্য অক্ষরমালায় প্রতিস্থাপন করার সাধ্য না আমার আছে, না এই পত্রের।

লেখার ভাষা একসময় নিঃশেষিত হবে, বাক্যের পর বাক্য সাজিয়েও হয়তো কোনো এক অনুচ্চারিত অনুভূতির সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হবে; কিন্তু অনুভূতির কি কোনো চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি আছে? নাকি হৃদয়ের গভীরে যত বেশি প্রবেশ করা যায়, ততই উন্মোচিত হতে থাকে অজস্র অজানা প্রকোষ্ঠ, যেখানে প্রতিটি উত্তর নতুন কোনো প্রশ্নের জন্ম দেয়, প্রতিটি উপলব্ধি আরেকটি অনুধাবনের পথ প্রশস্ত করে?

হয়তো আমার প্রতিটি বাক্যই অনুভূতির তুলনায় অপরিপূর্ণ থেকে যাবে; হয়তো শব্দের হৃদয়ের ভার বহন করতে গিয়ে বারবার নতজানু হবে। তবুও লিখছি। কেননা, কিছু অনুভূতি এমনই—তাদের প্রকাশ করার অক্ষমতা যেমন হৃদয়কে ব্যথিত করে, তেমনি তাদের একান্ত নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখাও ক্রমশ দুর্ব্বিহ হয়ে ওঠে। হৃদয়ের কোনো নিভৃত প্রকোষ্ঠে যখন অনুভূতির দীর্ঘকাল ধরে জমা হতে থাকে, তখন একসময় তারা প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই ব্যাকুলতা ভাষার ব্যাকরণ মানে না, বাক্যের শৃঙ্খল মানে না, এমনকি নিজের প্রকাশভঙ্গির সৌকর্য সম্পর্কেও সচেতন থাকতে পারে না। সে কেবল প্রকাশিত হতে চায়—অন্তত এটুকু, যাতে নিজের অস্তিত্বের ভারে নিজেকেই আর নীরবে বহন করতে না হয়।

অবশ্য, আমার এই লেখনীর অন্তরালে একটি দুর্বোধ্য অভিলাষও রয়েছে। হৃদয়ের প্রাপক যদি স্বয়ং অপর হৃদয়ের অধিকারী হন, তবে পরস্পরের হৃদয়বাক্য শ্রবণ করতাই তো একটি জীবন অতিবাহিত হয়ে যেতে পারে। আপনার নীরবতার অন্তর্নিহিত ভাষা অনুধাবন করতে করতে, আপনার অনুভূতির অপ্রকাশিত অধ্যায়গুলো উন্মোচন করতে করতে, আপনার চিন্তার অলিগলিতে সঞ্চিত কথামালার অর্থ খুঁজতে খুঁজতে হয়তো জীবনের সমস্ত প্রহরই নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

কিন্তু বলুন তো, হৃদয়ের ভাষা শ্রবণ করতাই যদি জীবনের সমুদয় অবসর অতিবাহিত করে ফেলি, তবে সংসার নামক বিচিত্র সমরাস্ত্র সাজাব কখন? জীবনের তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতা, পারস্পরিক বোঝাপড়ার দুরূহ অনুশীলন, অভিমান-অনুযোগের ক্ষুদ্র অথচ তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়, দৈনন্দিনতার ক্লান্তি ভাগ করে নেওয়ার প্রশান্তি—এসবের মধ্য দিয়ে যে ভালোবাসা তার বাস্তব অস্তিত্বের পরিচয় দেয়, সেই অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করব কখন?

ভালোবাসা কি কেবল হৃদয়ের অন্তঃপুরে রচিত কোনো স্বপ্নিল উপাখ্যান, নাকি সেই উপাখ্যানকে জীবনের রক্ষ বাস্তবতায়ও অর্থবহ করে তোলার নিরন্তর সাধনা? ভালোবাসা কি কেবল অনুভূতির নান্দনিক বিনিময়, নাকি পরস্পরের অসম্পূর্ণতাকে স্বীকার করে, ভিন্নতাকে সম্মান জানিয়ে, জীবনের প্রতিকূলতার মধ্যেও পাশাপাশি পথ চলার এক সচেতন অঙ্গীকার?

জানি না। তবে এটুকু বুঝতে শিখেছি, কল্পনার মখমলি প্রাঙ্গণে ভালোবাসাকে যতখানি নিখুঁত মনে হয়, বাস্তবের বন্ধুর পথে তার পদচারণা ততখানিই পরীক্ষাসাপেক্ষ। অনুভূতির উচ্ছ্বাস দিয়ে সম্পর্কের সূচনা হতে পারে, কিন্তু তার স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, দায়বদ্ধতা এবং প্রতিদিন নতুন করে একে অপরকে বুঝতে চাওয়ার আন্তরিকতা। আর সেই বাস্তব ভালোবাসার সম্ভাবনটুকুই হয়তো আমার হৃদয়ে এত প্রশ্নের জন্ম দেয়।

আচ্ছা, হৃদয়েশ, একটি কথা কি আপনাকে বলা হয়নি?

আপনাকে ঘিরে এত প্রশ্ন, এত আকুলতা, এত অনুচ্চারিত অনুভূতির আয়োজন করলেও একটি সত্য আজও আমার কাছে অনাবিষ্কৃত—আপনি কে?

আপনার প্রকৃত পরিচয় কী, আপনার চোখের গভীরে কী ধরনের বিষমতা কিংবা প্রশান্তি আশ্রয় নিয়ে আছে, আপনার হাসির আড়ালে কতখানি সরলতা, আপনার নীরবতার অন্তরালে কতখানি চিন্তা, আপনার হৃদয়ের গভীরে কী ধরনের স্বপ্ন প্রতিনিয়ত ডানা মেলছে—আমি তো তার কিছুই জানি না! এমনকি এই মুহূর্তে আপনি জীবনের কোন অধ্যায়ে দাঁড়িয়ে নিজের আগামীকাল নির্মাণ করছেন, তারও কোনো নির্ভরযোগ্য সংবাদ আমার কাছে নেই।

হয়তো আপনি নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত; হয়তো কোনো এক অপরিচিত শহরের রাস্তায় হেঁটে চলেছেন, হয়তো নিজের স্বপ্নপুরণের সংগ্রামে ক্লান্ত হয়ে কোনো নিভৃত সন্ধ্যায় একাকী বসে আছেন। হয়তো আপনার জীবনেও এমন কিছু প্রশ্ন রয়েছে, যাদের উত্তর আপনি আজও খুঁজে পাননি। আবার এমনও হতে পারে, আপনার পৃথিবী এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ, যেখানে আমার অস্তিত্বের কোনো পরিচিত চিহ্নই নেই।

আর আমি?

আমি সম্পূর্ণ পরিচিত না হয়েও আমার ভবিষ্যতের কোনো এক অনির্ধারিত অধ্যায়ে আপনাকে কল্পনা করে বসে আছি।

কী বিচিত্র এই হৃদয়ের স্বভাব! যার মুখচ্ছবি অনিশ্চিত, যার কণ্ঠস্বর হয়তো এখনো অস্পষ্ট আমার কাছে—তার জন্যও হৃদয়ের অন্তঃপুরে একটি স্থান সংরক্ষিত! সেখানে আপনার পরিচয়ের কোনো প্রামাণ্য দলিল নেই, আপনার উপস্থিতির কোনো দৃশ্যমান সাক্ষ্য নেই। অথচ সেই শূন্য স্থানটুকুকে ঘিরেই কত কল্পনা, কত প্রশ্ন, কত নীরব প্রত্যাশার জন্ম হয়েছে!

তবে কি আমি আপনাকে ভালোবাসি, নাকি ভালোবাসার সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে নিজের মনের মধ্যে আপনার একটি কাল্পনিক ধারণা নির্মাণ করেছি? আমার এই অনুভূতির যথার্থ নাম কী—প্রেম, প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা, নাকি অনিশ্চিত কোনো আত্মিক সামিধের জন্য দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত এক নীরব তৃষ্ণা?

আমি জানি না।

হয়তো আপনাকে আমি সম্পূর্ণ চিনি না, কিন্তু আপনাকে ঘিরে আমার প্রত্যাশার স্বরূপটুকু কিছুটা চিনি। আমি জানি, আমি এমন একজন মানুষকে চিনতে চাই, যার কাছে আমার নীরবতা ব্যাখ্যার অপেক্ষায় অবহেলিত হয়ে থাকবে না; যার কাছে আমার অনুভূতির গভীরতা দুর্বোধ্য মনে হলেও তা উপহাসের বিষয় হবে না; যার সামনে আমাকে প্রতিনিয়ত নিজের অস্তিত্বের যথার্থতা প্রমাণ করতে হবে না। এমন একজন মানুষ, যার সামিধে ভালোবাসার পাশাপাশি নিজের স্বতন্ত্র সত্তাটুকুও অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হবে।

কিন্তু আপনি সেই মানুষ কি না, তা তো আমার জানা নেই!

আমার এই প্রত্যাশার সঙ্গে আপনার বাস্তব সত্তার কতটুকু মিল থাকবে, তাও অজানা। আপনি হয়তো আমার কল্পনার মতো হবেন না। আপনারও সীমাবদ্ধতা থাকবে, দ্বিধা থাকবে, অভ্যাসের ভিন্নতা থাকবে; হয়তো এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে, যেগুলো আমার পূর্বকল্পিত প্রত্যাশার সঙ্গে মিলবে না। আর সেই অমিলের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই হয়তো আমাকে শিখতে হবে—কোনো মানুষকে ভালোবাসার অর্থ তাঁকে নিজের কল্পনার অনুগত করে তোলা নয়, বরং তাঁর প্রকৃত সত্তাকে জানার, বোঝার এবং সম্মান করার অবকাশ রাখা।

তবু হৃদয় যে কখনো কখনো পরিণয়ের আগেই প্রত্যাশার একটি অবয়ব নির্মাণ করে ফেলে, সেই অদ্ভুত সত্যটিকে অস্বীকার করব কী করে?

তবু, হে হৃদয়েশ, অসম্ভবের প্রতিই কি মানুষের আকর্ষণ সবচেয়ে দুর্নিবার?

যা সহজলভ্য নয়, যা হাত বাড়ালেই স্পর্শ করা যায় না, যা প্রত্যাশার দিগন্তে থেকেও প্রাপ্তির সীমানায় এসে অধরা থেকে যায়—মানুষের হৃদয় কি তার প্রতিই অধিকতর নিবিড় অনুরাগ অনুভব করে? নাকি অসম্ভবের প্রতি এই আকর্ষণ আসলে নিজেরই কোনো অপূর্ণতার প্রতিচ্ছবি, যেখানে মানুষ কোনো অনিশ্চিত সত্তার অবয়বে খুঁজে ফেরে নিজের অপ্রাপ্ত স্বপ্নের পরিপূর্ণতা?



সাহিত্য বাতায়ন

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনলাইন পত্রিকা

চিঠি

## হৃদয়েশ- আমার অনিশ্চিত সর্বনাম (পূর্বাংশের পর)

তাহমিনা খানম

যদি তা-ই হয়, তবে বলুন তো, আমার হৃদয়েশ—আপনি কি আমার সেই অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা? আমার সমগ্র অস্তিত্বের

গভীরে প্রোথিত এমন কোনো

অভিলাষ, যার পূর্ণতা কল্পনা করতে

পারি, অথচ যার বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা আমার অধিকারে নেই? নাকি আপনি সেই অধরা ইচ্ছা, যাকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় আমি প্রতিনিয়ত নিজের

সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হই?

আরও আশ্চর্যের বিষয়, আমি যখন এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বসি, তখনই উপলব্ধি করি—আপনাকে ঘিরে আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার চেয়েও অধিক অনিশ্চিত আপনি নিজেই। আমি জানি না, আপনি আমার জীবনে আদৌ স্থায়ী হয়ে আসবেন কি না। এমনকি আপনি যে আমার কল্পনার কোনো এক অবয়বমাত্র নন, বরং ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে আবদ্ধ হতে পারেন এমন একজন বাস্তব মানুষ—এই সম্ভাবনাটুকুরও কোনো নিশ্চয়তা আমার কাছে নেই।

তবু আমি অপেক্ষা করি।

অবশ্য, সেই অপেক্ষার অর্থ এই নয় যে, আমি আমার জীবনে আপনার পরিপূর্ণ আগমন সম্পর্কে কোনো অদৃশ্য নিশ্চয়তা লাভ করেছি। বরং আমি অপেক্ষা করি এমন এক সম্ভাবনার জন্য, যা এখনো আমার জীবনে বাস্তব হয়ে ওঠেনি। আমি অপেক্ষা করি এমন এক পরিচয়ের জন্য, যার মধ্যবর্তী অধ্যায়গুলো এখনো রচিত হয়নি, যার পরিণতি সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করার সাধ্য আমার নেই।

হয়তো কোনো এক অনির্ধারিত মুহূর্তে আমাদের পথ পরস্পরের কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে। আবার এমনও হতে পারে, আমার এই প্রত্যাশা কখনো কোনো নির্দিষ্ট মানুষের পরিচয়ে রূপ নেবে না। এই সম্ভাবনাগুলোর কোনোটিতেই আমি নিশ্চিত সত্য বলে দাবি করতে পারি না। শুধু এটুকু জানি, আমার হৃদয়ে ভালোবাসার যে আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছে, তাকে বোঝার জন্য আমার সময় প্রয়োজন। তাই হয়তো আমার এই প্রতীক্ষার সবচেয়ে সুন্দর নাম—অনিশ্চয়তা।

আচ্ছা, পূর্ণতা বলতে আমরা আসলে কী বুঝি?

দৃষ্টিগোচরভাবে চার হাত এক হওয়াই কি পূর্ণতার চূড়ান্ত সংজ্ঞা? সামাজিক স্বীকৃতি, পারস্পরিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা, একই ছাদের নিচে বসবাস কিংবা জীবনের সমস্ত প্রাত্যহিক অনুষঙ্গে একে অপরের উপস্থিতি নিশ্চিত করাই কি ভালোবাসার সার্থক পরিণতি? যদি তা-ই হয়, তবে যে ভালোবাসা কোনো অনিবার্য

পরিস্থিতির কারণে সেই পরিণতিতে পৌঁছাতে পারে না, তাকে কি নিঃসংকোচে অপূর্ণ বলে অভিহিত করা যায়?

যে অনুভূতি দুটি হৃদয়ে গভীরভাবে শিকড় বিস্তার করেও পার্থিব বাস্তবতার কোনো অমোঘ বিধানে একত্রে জীবন অতিবাহিত করার সুযোগ পায় না, তার সমস্ত গভীরতা কি কেবল একটি অনুপস্থিতির কাছে পরাজিত হয়ে যায়? হয়তো আমার এই প্রশ্নগুলো আগামীর জন্য, কোনো অনিশ্চিত সম্ভাবনার জন্য, অথবা আমার নিজের হৃদয়কে বোঝার জন্য।

তবু কল্পনা করি, যদি আমাদের সম্পর্ক পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে গভীরতম রূপ নেয়, আর তারপরও কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি আমাদের একসঙ্গে পথ চলার সুযোগ কেড়ে নেয়—তবে কি আমাদের অনুভূতির সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হয়ে যাবে? পার্থিব জীবনের অনিবার্য সমাপ্তি কি হৃদয়ে সঞ্চিত ভালোবাসার স্মৃতিকেও অতীত করে দেয়, নাকি কিছু অনুভূতি তাদের দৃশ্যমান উপস্থিতি হারিয়েও মানুষের স্মৃতি, চেতনা ও আত্মোপলব্ধির মধ্যে স্বতন্ত্র তাৎপর্য বজায় রাখে?

আমি জানি, এসব প্রশ্নের হয়তো কোনো একক উত্তর দিয়ে তাদের সমস্ত জটিলতা নিরসন সম্ভব নয়। তবু আমার মনে হয়, ভালোবাসার পূর্ণতাকে কেবল তার বাহ্যিক পরিণতির নিরিখে বিচার করা যায় না। প্রাপ্তি ভালোবাসার একটি সম্ভাব্য পরিণতি হলেও অনুভূতির গভীরতা নির্ধারণের একমাত্র মানদণ্ড নয়। কোনো সম্পর্কের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হতে পারে, তার বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হতে পারে, এমনকি তার দৃশ্যমান অস্তিত্বও একদিন বিলীন হয়ে যেতে পারে; কিন্তু তাতে সেই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অর্জিত উপলব্ধি, আত্মিক পরিবর্তন কিংবা জীবনের অর্থবহ অভিজ্ঞতাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিথ্যা হয়ে যায় না।

তবে, হৃদয়েশ, আমার এই দার্শনিক উপলব্ধি যতই সুদৃঢ় হোক, হৃদয়ের ভেতরে জমে থাকা আশঙ্কাগুলোকে কি সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারি?

কখনো কি আপনার হৃদয়ের নির্জন প্রকোষ্ঠে আমার জন্য সংরক্ষিত স্থানটি আপনার কাছে কেবল অতীতের কোনো অধ্যায়মাত্র হয়ে থাকবে? আপনি কি আপনার জীবনে অন্য কারও সঙ্গে এমন এক সম্পর্ক গড়বেন, যেখানে আপনার প্রতিদিনের আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন-সংগ্রাম ও নীরবতার সঙ্গী হয়ে উঠবে অন্য একজন?

অবশ্য, আমি যখন এসব প্রশ্ন করি, তখন একটি সত্য আমাকে খামিয়ে দেয়—আমি তো এখনো আপনাকে সম্পূর্ণ চিনিই না! আপনার জীবনে আমার কোনো বাস্তব স্থান আছে কি না, তা-ও এখনো অনিশ্চিত। সম্ভবত এই প্রশ্নগুলোর মধ্যেই আমার অনুভূতির সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্বটি লুকিয়ে আছে। একদিকে আমি এমন এক সান্নিধ্যের প্রত্যাশা করি, যেখানে নিজেকে নিঃসংকোচে প্রকাশ করতে পারব; অন্যদিকে আমি জানি, সেই প্রত্যাশার সম্ভাব্য প্রাপক সম্পর্কে আমার ধারণা এখনো কল্পনার সীমা অতিক্রম করেনি। একদিকে হৃদয় একটি নির্দিষ্ট পরিচয়ের জন্য অপেক্ষা করতে চায়, অন্যদিকে বিবেক স্মরণ করিয়ে দেয়—অনিশ্চিত কাউকে নিজের কল্পনার সঙ্গে বেঁধে ফেলা যায় না।

তাই আমি আপনাকে কোনো প্রতিশ্রুতির ভারে আবদ্ধ করতে চাই না, কোনো অদৃশ্য অধিকারের দাবি নিয়ে

আপনার সামনে উপস্থিত হতেও চাই না। আমি শুধু চাই, আমাদের পরিচয়ের মধ্যে সত্যিকারভাবে একে অপরকে জানার অবকাশ থাকুক। আমি যেন আপনার কল্পিত প্রতিরূপকে নয়, আপনার প্রকৃত সত্তাকে চিনতে পারি; আপনিও যেন আমার অনুভূতির আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানুষটিকে জানার সুযোগ পান।

হয়তো তখন বুঝতে পারব, এত দিন ধরে যে মানুষটিকে ঘিরে আমার কল্পনার বিস্তার ঘটেছে, তাঁর প্রকৃত সত্তা আমার ধারণার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হয়তো আমার প্রত্যাশাগুলো কিছু বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে বদলে যাবে, কিছু আকাঙ্ক্ষা নতুন অর্থ লাভ করবে, আর কিছু প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে প্রকাশিত হবে, যা আজ আমার কল্পনারও অতীত।

হিমালয়, আপনি জানেন কি, মানুষের হৃদয় কখনো কখনো এমন এক আশ্রয়ের কল্পনা করে, যার সম্পর্কে তার কাছে কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই? সেই আশ্রয়ের কোনো ঠিকানা নেই, কোনো দৃশ্যমান অবয়ব নেই, তবু তার সম্ভাবনাটুকু হৃদয়ের মধ্যে এমন এক প্রশান্তির জন্ম দেয়, যেন অজান্তেই কোথাও একটি দরজা খোলা রয়েছে। হয়তো আমার প্রতীক্ষাও তেমনই—কোনো অনিশ্চিত মানুষের উপস্থিতির নিশ্চয়তা নয়, বরং এমন এক সম্পর্কের সম্ভাবনা, যেখানে ভালোবাসা ও আত্মমর্যাদা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে না।

জানেন, কাব্য? আপনার প্রতি আমার এই অজ্ঞাত আকর্ষণের স্বরূপটি আমাকে বারবার ভাবিয়ে তোলে।

এ কি ক্ষণিকের আবেগ, নাকি দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত কোনো গভীর প্রত্যাশা? এ কি বিদ্যুতের বলকানি—যার আকস্মিক দীপ্তি মুহূর্তের জন্য দিগন্তকে আলোকিত করে, অথচ পরক্ষণেই অন্ধকারের কাছে নিজের সমস্ত অস্তিত্ব সমর্পণ করে? নাকি এ এমন এক নদীর প্রবাহ, যার গন্তব্য এখনো অনিশ্চিত, অথচ যার গতিপথে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বাঁক সৃষ্টি হচ্ছে?

আপনার প্রেম কেমন হবে, তা তো আমি জানি না। আপনার অনুভূতির গভীরতা, ভালোবাসা সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি, সম্পর্কের প্রতি আপনার দায়বদ্ধতা কিংবা জীবনের প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর মানসিকতা—এসবের কোনো প্রত্যক্ষ ধারণা আমার কাছে নেই। তবু আমি কল্পনা করি, যদি এমন একজন মানুষের সঙ্গে পরিণয় হয়, যিনি ভালোবাসাকে কেবল আকস্মিক আবেগের উচ্ছ্বাস হিসেবে দেখবেন না, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থকে আরও গভীর করে তুলতে চাইবেন, তবে সেই সম্পর্কের সম্ভাবনা কেমন হতে পারে?

আমি কি এমন কাউকে খুঁজছি, যাঁর অনুভূতি আমার অনুভূতির প্রতিধ্বনি হয়ে উঠবে? নাকি এমন কাউকে, যিনি আমার থেকে ভিন্ন হয়েও আমাকে বুঝতে চাইবেন? আমার নিবেদন কি একপাক্ষিক আবেদনের অনুচিত দীর্ঘশ্বাস হয়ে থাকবে, নাকি কোনো একদিন দুটি স্বতন্ত্র হৃদয়ের মধ্যে পারস্পরিক অনুভূতি ও দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে একটি সম্পর্কের সম্ভাবনা জন্ম নেবে?

বলবেন কি, হৃদয়েশ?

অবশ্য, এই মুহূর্তে আপনার কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার কোনো উপায় আমার জানা নেই। এমনকি আপনি আদৌ এই পত্রের সম্ভাব্য প্রাপক কি না, তাও আমার অজানা। হয়তো এই প্রশ্নগুলো কোনো একদিন



## সাহিত্য বাতায়ন

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনলাইন পত্রিকা

চিঠি

## হৃদয়ে- আমার অনিশ্চিত সর্বনাম (পূর্বাংশের পর)

তাহমিদা খানম

আপনার কাছে পৌঁছাবে, হয়তো কখনোই পৌঁছাবে না। তবু প্রশ্নগুলো লিখে রাখছি, কারণ এগুলোর মধ্য দিয়ে আমি শুধু একজন অনিশ্চিত মানুষের সন্ধান করছি না; নিজের হৃদয়ের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষাকেও বুঝতে চাইছি।

আমি জানতে চাই, আমার এই প্রতীক্ষার অন্তরালে কী রয়েছে—কোনো মানুষকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, নাকি ভালোবাসার মধ্যে নিজের জন্য একটি নিরাপদ ও সম্মানজনক স্থান খুঁজে পাওয়ার ইচ্ছা? আমি কি একজন নির্দিষ্ট মানুষকে খুঁজছি, নাকি এমন এক সম্পর্কের সম্ভাবনা, যেখানে নিজের অনুভূতিগুলোকে লুকিয়ে রাখতে হবে না, যেখানে ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য নিজেকে ছোট করতে হবে না, যেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা সম্পর্কের স্বাভাবিক ভিত্তি হয়ে উঠবে?

হয়তো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার কাছে এখনো সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। আর সেই কারণেই হয়তো এই পত্র এত দীর্ঘ, এত প্রশ্নবহুল, এত অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ।

শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমার হৃদয়ের কথামালা তো ফুরোতেই চাইছে না। একেকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আরও দশটি প্রশ্নের জন্ম হচ্ছে; একটি অনুভূতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনিবার্যভাবে উন্মোচিত হচ্ছে আরও বহু অনুচ্চারিত অনুভব। মনে হচ্ছে, আমার হৃদয়ের অন্তঃপুরে যেন কথার এক অন্তহীন জনপদ—যেখানে প্রতিটি অলিগলি কোনো না কোনো স্মৃতি, আকাঙ্ক্ষা কিংবা সংশয়ের দিকে নিয়ে যায়।

হয়তো এই পত্রের সবচেয়ে বড় অসম্পূর্ণতা এখানেই—আমি যাকে উদ্দেশ্য করে এত কথা লিখছি, তাঁকেই এখনো সম্পূর্ণ চিনি না। আমার সম্বোধন আছে, অথচ সম্বোধিত মানুষের নিশ্চয়তা নেই; আমার অনুভূতি আছে, অথচ তার নির্দিষ্ট প্রাপক সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান নেই; আমার প্রত্যাশা আছে, অথচ সেই প্রত্যাশা বাস্তবে পূর্ণতা পাবে কি না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

তবু এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও একটি বিষয় আমার কাছে স্পষ্ট—আমি এমন একটি সম্পর্কের সম্ভাবনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে চাই, যেখানে ভালোবাসা কেবল আকর্ষণের নাম হবে না। যেখানে দুটি মানুষ একে অপরের জীবনে প্রবেশ করবে নিজেদের স্বাভাবিক বিসর্জন দিয়ে নয়, বরং সেই স্বাভাবিক সম্মান করতে শিখে। যেখানে ভালোবাসা কাউকে নিজের অধিকারে আবদ্ধ করার অজুহাত হবে না, বরং একে অপরের পাশে থাকার সচেতন সিদ্ধান্ত হয়ে উঠবে।

আপনি যদি সত্যিই আমার জীবনে আসেন, তবে আশা করব, আমাদের পরিণয়ের সূচনা হবে বাস্তব দুটি মানুষের মধ্যে—আমার কল্পনার কোনো প্রতিমার সঙ্গে

আপনার তুলনা করে নয়। আমি আপনার প্রকৃত সত্তাকে বুঝতে চাইব, আপনার সঙ্গে আমার প্রত্যাশার মিল-অমিলগুলোকে বাস্তবতার আলোয় পরীক্ষা করব। আর আপনিও যদি আমাকে জানতে চান, তবে আশা করব, আমার অসম্পূর্ণতা ও স্বাভাবিক সঙ্গীত নিয়েই আমাকে চিনবেন।

আর যদি আপনার আগমন আমার জীবনের অংশ না হয়, তবে এই প্রতীক্ষাকে আমি আমার জীবনের একমাত্র প্রাপ্তি বলে দাবি করব না। কারণ, আমার জীবনের অর্থ কোনো অনিশ্চিত মানুষের আগমনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। আমি আমার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাব, নিজের স্বপ্নের প্রতি দায়বদ্ধ থাকব, নিজের অনুভূতির গভীরতা বুঝতে শিখব। ভবিষ্যতের কোনো সম্পর্কের জন্য অপেক্ষা করার অর্থ বর্তমান জীবনকে স্থগিত করে রাখা নয়। তবু আমার হৃদয়ের কোনো এক নিহৃত প্রকোষ্ঠে ভালোবাসার যে সম্ভাবনাটুকু সঞ্চিত আছে, তাকে অস্বীকার করারও প্রয়োজন বোধ করব না।

হয়তো একদিন কোনো এক সাধারণ মুহূর্তেই আপনার সঙ্গে আমার পরিণয় হবে। হয়তো সেই মুহূর্তে কোনো অলৌকিক সংগীত বেজে উঠবে না, আকাশের সমস্ত নক্ষত্রও নতুন করে জ্বলে উঠবে না। আর যদি কখনো এমন কোনো মুহূর্ত আসে, যখন আপনার সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারব—এত দিন ধরে যে মানুষটিকে ঘিরে আমার কল্পনার বিস্তার ঘটেছে, তিনি আসলে আমার কল্পনার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব—তবে হয়তো সেদিনই আমার প্রতীক্ষা একটি নতুন অর্থ লাভ করবে।

সেদিন আপনাকে বলব কি না, জানি না; তবে হয়তো আপন মনে স্বীকার করব, এত দিনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কোনো এক অলৌকিক নিশ্চয়তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল না। উত্তরটি ছিল পরস্পরকে জানার ধৈর্যের মধ্যে, বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার ব্যবধান স্বীকার করার মধ্যে। আমি আপনার জীবনের ওপর কোনো অদৃশ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই না। আপনার আগমনকে আমার জীবনের অনিবার্য পরিণতি বলেও ঘোষণা করতে চাই না। আমি শুধু আমার হৃদয়ের এই অজ্ঞাত প্রত্যাশাটুকুকে স্বীকার করে নিতে চাই—এমন এক প্রত্যাশা, যা ভবিষ্যতের সম্ভাবনার প্রতি উন্মুক্ত, অথচ বর্তমানের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন।

আমি জানি না, আপনি কোনো একদিন আমার জীবনের সত্যিকারের পরিচিত মানুষ হয়ে উঠবেন কি না। শুধু জানি, আমার হৃদয়ে ভালোবাসার যে আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছে, তাকে আমি আরও পরিণত, আরও বিবেচক ও আরও মানবিক করে তুলতে চাই।

হয়তো আপনাকে পাওয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হবে, আপনাকে সত্যিকার অর্থে চিনতে পারা। হয়তো আপনার আগমনের চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ হবে, সেই আগমনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা। আর হয়তো আমার এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান প্রাপ্তি হবে—আপনার অপেক্ষায় থাকতে গিয়ে নিজের হৃদয়কে নতুন করে চিনে নেওয়া।

অতএব, আজ আর কোনো উত্তর দাবি করছি না। কেবল আমার এই অগোছালো বাক্যসম্ভারের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা আন্তরিকতাটুকু অনুভব করার অবকাশ

রাখবেন—যদি কোনো একদিন এই কথাগুলো আপনার কাছে পৌঁছায়।

আমার শব্দের অসম্পূর্ণতাকে আমার অনুভূতির অসারতা বলে বিবেচনা করবেন না; আবার আমার অনুভূতির গভীরতাকে আপনার ওপর কোনো অনিবার্য দায় হিসেবেও আরোপ করবেন না। আমি শুধু চেয়েছি, আমার হৃদয়ের এই অনুচ্চারিত অধ্যায়টি অক্ষরে ধরে রাখতে—যাতে একদিন ফিরে তাকিয়ে বুঝতে পারি, আমি কেবল কোনো অনিশ্চিত মানুষের অপেক্ষায় ছিলাম না; আমি অপেক্ষা করছিলাম নিজের অনুভূতিকে আরও গভীরভাবে বুঝতে শেখার, ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করার এবং ভবিষ্যতের কোনো সম্পর্কের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলার।

আপনি আমার জীবনে কী হয়ে থাকবেন, তা হয়তো আজ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আপনি কোনো একদিন আমার জীবনের সঙ্গী হয়ে উঠবেন, নাকি শুধু আমার স্মৃতির কোনো অনির্দিষ্ট প্রান্তেই থেকে যাবেন—তার উত্তরও আমার জানা নেই। তবু ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তাকে অস্বীকার না করেও আমি সম্ভাবনার প্রতি উন্মুক্ত থাকতে চাই।

কেননা, সব প্রতীক্ষার পরিণতি প্রাপ্তি নয়, আর সব আকাঙ্ক্ষার গন্তব্য সুনিশ্চিত নয়। তবু কিছু প্রত্যাশা মানুষকে নিজের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে শেখায়, কিছু প্রশ্ন তাকে নিজের সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি দাঁড় করায়, আর কিছু অজানা সম্ভাবনা তাকে ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদী থাকতে সাহায্য করে।

হয়তো আমার প্রতীক্ষাও তেমনই।

ইতি,

আপনারই প্রতিশ্রুতি

কবিতা

## শীতের প্রাণে

দিলীপ কুমার পাত্র

শীতের প্রাণে অনল পোহাই

বসে উঠোন জুড়ে

রবির কিরণ পেতে সবাই

বেড়াই একটু ঘুরে।

শীতে কাবু বুড়ো বুড়ি

আর যে গরীব দুখী

পথে যারা করে বসত

নেই তো তারা সুখী।

শিউলি ভোরে খেজুর রস যে

আস্তে ওঠে গাছে

খাওয়ার নেশায় কত মানুষ

যায় যে তারই কাছে।

শীতের প্রাণে বিছানাটা

ছাড়তে লাগি কষ্ট

খেজুর গুড়ের সাথে রুটি

বলছি সদা স্পষ্ট।

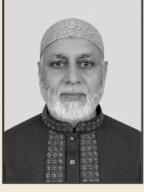
থরথরিয়ে কাঁপে দেখি

পথের কত শিশু

গরম পোশাক দিতে ওদের

করতে হবে কিছু।

কবিতা



## স্বপ্নের প্রেয়সী

মোঃ আসলাম হোসেন

নিশি রাতে স্বপনে কেন গো আসো বন্ধু  
জাগ্রত হয়ে আসিতে পারিলে না যে হৃদয়ে  
স্বপ্ননে দেখা দিও না এই রক্তক্ষরণ হৃদয়ে  
প্রয়াণ কালে একবার আসিও তুমি  
হয়তো তোমার উষ্ম আলিঙ্গনে, আমার শীতল দেহে হৃদ  
স্পন্দন হলো।

তোমাকে না পাবার বিরহ ব্যথায় আজ আমি অবসন্ন  
আমি যখন সারাদিনের কর্মব্যস্ততা কাটিয়ে নিদ্রায় যাই  
তখনই তুমি আদর মাখা ভালোবাসা নিয়ে হাজির হও  
সারাটি রাত যত ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে রাখো  
ভোরের ঘুম ভেঙ্গে দেখি আমি একা, তুমি নেই পাশে  
সারাটি দিন সেই আলিঙ্গন আর অভিসারের সুধায়  
কাটিয়ে দেই---

এ ভাবে আর কত বন্ধু -----

আমি যে আর সহিতে পারি না তোমারই বিরহ  
হৃদয়ের রক্তক্ষরণ থামাতে পারি না  
কত যে আশা ছিল এই হৃদয়ে, ঘর বাধিবো তোমারই  
সনে

আশা আমার আশাই রইলো, স্বপ্ন হইল ধুলিস্যাৎ  
চিরদিনের জন্য তুমি চলে গেলে, আমায় একা ফেলে  
হু হু করে উঠে হৃদয় থামাতে পারিনা

সাধ্য কার যে থামায় ফাগুন বেলার বরা পাতা  
কি যে দুঃখ! কি যে ব্যথা! নাই কথা নাই ভাষা  
হৃদয়ে ভাঙ্গে হৃদয়ের ঢেউ

ভাঙ্গা হৃদে ভাঙ্গা মনে গঁথেছি মালা শুধু আঁখি জলে  
মনে রেখো, মনে করে এসো- এই ধূলি মাখা পথে  
পথের রেখা হয়তো মুছে যাবে কিন্তু স্মৃতির লিখন?

সে তো মুঝবার নয়-আদি অনাদি অনন্তকাল  
ভালো থেকো স্বপ্নের অভিসারিনী, স্বপ্নের প্রেয়সী,  
আমার ভালবাসার জুই জবা করবী।

কবিতা



## কথা হতে পারে

সাজ্জাদ হাসান

কথা হতে পারে মধুর লগনে  
খেয়া নদে পাড়ে,  
বাড়ি পথ ধরে গগনে পবনে  
দূর দেশে কাড়ে।

প্রিয়র সনে কথা তীর ছুঁড়ে  
মারে হিম্মোলে,  
আমের মুকুলে ফাগুনে বকুলে  
ভাঙে কল্লোলে।

কথার দৌড় হারজিত গড়ে  
বড় ভালবেসে,  
কথার দাপটে যত না সাপোর্টে  
শুরু আর শেষে।

নিম্নদুকে রটে কানাকানি ঘটে  
জানা অজানায়,  
সকাল ঐ সাঁঝে জানাজানি বটে  
চেনা অচেনায়।

তারুণ্যে জাগরণে টেলিফোনে  
যত ভাবে আড়ি,  
সয় শিস মোবাইলে ফিসফিস  
তত মিস তারি।

কবিতা

## চাকায় ঘুরে সুখ

জামাত আক্তার শিলা

ব্যস্ত শহর চলছে মানুষ ট্রাফিক জ্যামের মেলা,  
তারই মাঝে রিকশায় কাটে একটু স্বস্তির বেলা।  
ধীরে ধীরে প্যাডেল চেপে রিকশা যখন চলে,  
শহরের ব্যস্ততা হারাই চাকায় ঘুরে সুখ মেলে।

ছডছাড়া রিকশায় বাতাস ছুয়ে যায় গালে,  
তখন মনটা আমার দুলে রিকশা চলার তালে।  
কংক্রিটের এই বন্দী খাঁচায় রিকশা যেন পাখি,  
মুক্ত আকাশ তলে রিকশায় জুড়াই দুটি আঁখি।

ছডের উপর বৃষ্টির ফোঁটা চাকায় ছিটে জল,  
বৃষ্টির দিনে রিকশায় চড়া অনেক মজা চল।  
গতির যুগে ধীরগতি রিকশায় পাওয়া যায়,  
রিকসা চড়ার আনন্দের কোনো তুলনা নাই।

বৃষ্টি নামলে রিকশাওয়ালার মুখে লাগে হাসি  
ডাবল ভাড়া লাগবে মামা এটাই শুনি বেশি!  
শখের রিকশা চড়ার আনন্দটা নিমিষেই হয় তিতা,  
কংক্রিটের এই শহরে এটাই নিয়ম যেন একটা প্রথা।

কবিতা

## আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না

মোঃ ইমরান হোসেন

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না  
কবির চোখে এই দেশ কেন এত সুন্দর?  
কেন এই দেশই তার কাছে শ্রেষ্ঠ?  
এই দেশ কি আমাকে বা আপনাকে এক দশ শান্তি দিতে  
পেরেছে?

দিতে পেরেছে কি জীবনের নিরাপত্তা?  
পেরেছে কি দিতে একবেলা ভালো আহার?  
শুধু পেরেছে দিতে, জন্মের পরেই একটি শিশুকে  
খনের পাছাড়া।

আমি, ঠিক বুঝে উঠতে পারি না!  
এমন তো নয় সৌন্দর্য শুধু আমার দেশেরই  
কত দেশের কত রকম চোখ ধাধানো রূপ  
সাথে কত আশ্রয় নেই সব জানা  
সেখায় নাকি পাখিরা আকাশে ওড়ে  
গান গায় মন খুলে  
উড়তে নেই মানা

উড়বে কি গো! এখানে তো হাঁটতে গেলেও পরবে  
ড্রেনের তলায়  
দৌড়াতে গেলে পরবে গাড়ির চাপায়  
তাও যদি যাও বেঁচে -

হবে মবের শিকার  
শ্বাস নিতে গেলে বায়ুদূষণ  
ঘুমাতে গেলে শব্দদূষণ  
দেশের মানুষ নিশ্চয়ই কোনো অলৌকিক ক্ষমতার  
অধিকারী

নইলে এ দেশে বাঁচে কী করে জীবন!  
এখানে তো সংগ্রাম দুমুঠো ভাতের  
দুমুঠো ভাত কোথায় গেলে পাবে?  
মায়ের কোলে ছোট্ট শিশুটি কাঁদে!!!

কবিতা



## অনু কবিতা

মুহিতুল ইসলাম মুন্না

তীর রৌদ্রে ছায়া হয়ে  
বৃষ্টি বাদলে ছাতা হব।  
প্রিয় ফুল তোমায় আমি  
কাটা হয়ে আগলে নেবো।



কবিতা

## আমি আর তুমি হাটবো

মাহমুদা সুলতানা

নিশীথের পরে

ঐ ঢাকা শহরে

এক প্রসঙ্গ পথ ধরে

আমি আর তুমি হাটবো।

না কোন হর্ণ, ধূলা আর ধোয়া

ঝিরঝিরি বৃষ্টিতে হালকা একটু হাওয়া

আমি আর তুমি হাটবো।

রাস্তার আসে পাশে বিশাল বিল বোর্ডে

হাসবেনা কোন নারী বিষ মাখা ঠোঁটে

আমি আর তুমি হাটবো।

রাস্তার আঁকে বাঁকে থাকবেনা খাত

জমবেনা পানি, কেউ হাঁচত খাবেনা

কোন বেপরোয়া গাড়ি এসে ভিজিয়ে দিবেনা

আমি আর তুমি হাটবো।

কারর মধ্যে থাকবেনা অসুস্থ কোন ব্যস্ততা

কেউ ভাঙবেনা বেঁধে দেয়া ট্রাফিকের নিয়ম

আমি আর তুমি হাটবো।

রাস্তার দুপাশ জুরে

ব্যবসার নাম করে

দখল হবেনা ফুটপাথগুলো

তা ঘিরে চলবেনা আর রমরমা চাঁদাবাজি

আমি আর তুমি হাটবো।

দুট্টু মিষ্টি শব্দ বুলি নিয়ে কত কথা বলবো।

হঠাৎ হঠাৎ বিজলির মতো হেসে উঠবো।

মাঝে মাঝে কি যে রাগ করবো।

কিন্তু আমি আর তুমি হাটবো।

কবিতা

## একাকিত্বই আমার সঙ্গী

হাফিজ ফাহাদ

এখন দেখি দুঃখেরাও

আমায় নিয়ে উপহাস করে—

সুখেদের লুকোচুরি,

আর আমায় ঘিরে মানুষের যত

কানাগোষা নিয়ে।

তখন সময়টা কাটে

বিষমতার সাথে;

কখন যে তা আপন গতিতে

নীরবে বয়ে চলে যায় নদীর মতো,

কিছুই টের পাই না!

আর যখন আমার মন খারাপ হয়,

আমি চুপচাপ বসে থাকি কোন এক কোণে,

কারো সাথেই কোন কথা বলি না—

কারণ সেই একাকিত্বকেই তখন

আমি বানিয়ে নিই আমার একান্ত সঙ্গী।

## রঙের মেলা বনাম মনের দূরত্ব: আধুনিক প্রেমের এক করুণ বাস্তবতা

শিক্ষার্থী, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা

নাজির হোসেন ময়না



আমরা এমন এক কৃত্রিম যুগে এসে পদার্পণ করেছি, যেখানে আত্মার গভীরতার চেয়ে বাহ্যিক প্রসাধন আর লোক দেখানো সাজগোজই মুখ্য হয়ে উঠেছে। চারপাশের জীবনযাত্রায় আধুনিক মানুষের নিখুঁত অবয়ব তৈরির ব্যাকুলতা চোখে পড়ে। নারীরা আজ কপালের নীল টিপটির সঙ্গে মিলিয়ে রাউজের ফিতা বা ঠোঁটের লিপস্টিকের সঙ্গে মেলাচ্ছেন শাড়ির আঁচল। পুরুষরাও ঘড়ির বেল্ট ও জুতোর রঙ মেলাতে সময় ব্যয় করছেন। এমনকি একজোড়া জুতোর মতো তুচ্ছ বস্তুর ক্ষেত্রেও দু-চারজন বন্ধুর সম্মতি ও প্রশংসার প্রয়োজন হয়।

অথচ কী পরম দুর্ভাগ্য আমাদের! পোশাকের সূক্ষ্ম মেলবন্ধন কিংবা তুচ্ছ জুতো নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আমরা যে সতর্কতা অবলম্বন করি, জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ‘জীবনসঙ্গী’ নির্বাচনে আমরা ততটাই উদাসীন। একজন মানুষের সঙ্গে মনের তার মিলবে কি না, বিশ্বাসের আকাশ এক হবে কি না—তা বিচার না করেই আমরা হট করে কাউকে অনুরাগের সোপানে বসিয়ে দিই। তাকে ঘিরে বুনে চলি জীবন-মরণের উপাখ্যান। রাতারাতি কাউকে বানিয়ে ফেলি নিজের কাছের ‘প্রিয়জন’, এবং একপর্যায়ে বানিয়ে ফেলি জীবনের একমাত্র ‘প্রয়োজন’।

ঠিক এখানেই জন্ম নেয় জীবনের সব বিষাদ ও আত্মিক সংকট। আবেগের সাগরে ভেসে আমরা দ্বিধাহীন ভাবে বলি—“তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।” কিন্তু সময়ের ক্যানভাসে এটি এক অনবদ্য, ধ্রুপদী মিথ্যাচার। সত্য এটাই যে, বিরহ বা বিচ্ছেদের পরও মানুষ অন্যকে ছাড়াই বেঁচে থাকতে শেখে; মানুষ দিব্যি বেঁচে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে, একজন প্রেমিকের কাছে তার প্রেমিকা হলো এক অলৌকিক ক্যানভাস ও রং-তুলির মতো। সেই প্রিয়জন যদি বাস্তবে অধরাও থেকে যায়, প্রেমিক তার বিরহের নীল আরতি দিয়ে জীবনের ক্যানভাস সাজায়—কখনো গল্পে, উপন্যাসে, আবার কখনো ব্যাকুল কবিতার ছন্দে।

জীবনদর্শনের গভীর আলোয় তাকালে বোঝা যায়—প্রিয়জনকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে না-পাওয়ার ভেতরে যে তীব্র হাহাকার বা অভাব থাকে, সেই অভাবের নামই হয়তো প্রকৃত ‘সুখ’। অপ্রাপ্তির এই তৃষ্ণা আছে বলেই মানুষ ভালোবাসার আসল মার্গ অনুধাবন করতে পারে।

বাহ্যিক রঙ আর পোশাকের ম্যাচিং মেলানোর এই মেকি উৎসবে আমাদের অন্তত এটি ভাবা উচিত—বাইরের রূপ কিংবা জুতোর ফিতা মেলানোর চেয়ে দুটি মানুষের ভেতরের সত্য, সততা ও মূল্যবোধ মেলানো অনেক বেশি জরুরি। রূপের মেলা তো সময়ের স্রোতে একদিন বিলীন হবে, কিন্তু ভেতরের সেই আত্মার মেলবন্ধনই জীবনকে চিরকাল রাঙিয়ে রাখবে।

কবিতা



## হেরে গিয়েও জিতে যায়

মুহিতুল ইসলাম মুন্না

আমি ভেঙেছি,

নির্মমভাবে ভেঙেছি, যেমন ভাবে ভাঙলে কাঁচের আয়না জোড়া লাগানো যায় না। ভালোবাসার বিনিময়ে অবহেলা গিলেছি, পালটা কখনো অবহেলা ছুঁড়ে মারিনি, তাই চরম ভাবে ভাঙতে হয়েছে আমাকে।

আমি জানি, ভালোবাসায় অবহেলা থাকলে ভালোবাসা সমৃদ্ধ হয় না। তাই মূল্য দিতে গিয়ে আমি নির্মমভাবে হেরেছি।

আমি বারবার তার ভালোবাসার কাছে ঠ'কেছি, কক্ষণে তার কাছে জিতার প্রতিযোগিতায় মত্ত হইনি। আমি তার চোখে দেখেছিলাম অবিশ্বাসের টলমল জল, তবুও তাকে কখনো বুঝতে দেয়নি, যদি সে কষ্ট পায় সেই ভয়ে। কিন্তু রজনী শেষ প্রহরের শুকতারা খসে পড়েছে, চরমভাবে হতাশা নিয়ে ফিরতে হয়েছে আমাকে। আমি নির্মমভাবে হতাশা নিয়ে রাতের অন্ধকারে তরলতা প্রবেশ দ্বারে তার মুখের আবছায়া নিয়ে ফিরেছি।

আমি মানুষটার কাছে হেরে গিয়েছি,

হেরে গিয়েছি বলে ভালোবাসতে ভুলে যায়নি।

আমি আবার এমন একজন মানুষকে ভালোবাসবো যে, অবহেলিত হয়ে আমার মতো চরমভাবে হতাশা নিয়ে রাতের পর রাত বালিশ ভিজিয়েছে, যে নতুন করে কাউকে ভালোবাসতে ভয় পায়, নতুন করে বাঁচতে ভয় পায়, বিশ্বাস করতে ভয় পায়, আমি সেই মানুষটাকে আবার নতুন করে ভালোবাসবো, নতুন জীবনের ভরসা দেব, স্বপ্ন পূরণের সারথি হবো, বিশ্বাসের পাসওয়ার্ড হবো। আমি হতাশাপ্রস্তু মানুষটার হয়ে একটা নতুন পৃথিবী গড়বো।

অতঃপর,

আমরা জিতে যাওয়া মানুষদেরকে দেখাবো, ভেঙে

যাওয়া মানুষেরা হেরে গিয়েও জিতে যায়।

প্রবন্ধ



সংবাদ

## সাহিত্য বাতায়নে বিজ্ঞাপন ও স্পন্সরশিপের সুযোগ!

লেখকের নাম



**বিজ্ঞাপন ও স্পন্সরশিপের সুবর্ণ সুযোগ!**

সাহিত্য বাতায়ন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রতি সপ্তাহে লেখা প্রকাশ হয়ে থাকে অনেক লেখকের, বাংলাদেশ ভারত সহ দেশের সুনামধন্য প্রতিষ্ঠানের (ইউনিভার্সিটি) মেধাবী শিক্ষার্থী লেখকরা নিয়মিত লেখছেন। সবার কাছে পৌঁছাবে আপনার ব্র্যান্ড। আমাদের সাহিত্য বাতায়ন পত্রিকার নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা এবং লেখালেখির যাত্রাকে অনলাইন থেকে অফলাইনে আরও উন্নত করতে আমরা নিবেদিতপ্রাণ স্পন্সর ও বিজ্ঞাপনী অংশীদার আহ্বান করছি।

আপনার ব্যবসা, প্রতিষ্ঠান বা ব্র্যান্ডের প্রচারণায় আমাদের সাথে যুক্ত হতে আগ্রহী হলে এখনই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

বাবসা প্রতিষ্ঠান কর্পোরেট ব্র্যান্ড পণ্য ও সেবা

বিজ্ঞাপন প্রচার সহযোগিতা

হোয়াটসঅ্যাপ (WhatsApp): **01577439257**

Mail: [sahityabatayan@gmail.com](mailto:sahityabatayan@gmail.com)

আপনার ব্র্যান্ডের প্রসারে আমরা আছি আপনার পাশে!

বিজ্ঞাপন নয়, তৈরি করুন লক্ষ লক্ষ তরুণ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাথে গভীর সম্পর্ক। আস্থা ও সংস্কৃতির নতুন ঠিকানায় স্বাগত।

আপনার ব্র্যান্ডের একটি শক্তিশালী এবং ইতিবাচক ইমেজ তৈরি করতে চান? আমাদের সাথে যুক্ত হোন।

বাংলাদেশ ও ভারত ও প্রথম সারির ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী ও বিশিষ্ট লেখকরা নিয়মিত লেখছেন আমাদের ওয়েবসাইটে। প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁদের মননশীল লেখা। এই বিশাল এবং নির্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীর সামনে আপনার পণ্য বা পরিষেবার প্রচারণা আপনার ব্র্যান্ডকে দেবে নতুন উচ্চতা।

আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এমন স্পন্সর ও অংশীদারদের, যাঁরা সংস্কৃতির বিকাশে এবং আমাদের কার্যক্রমগুলোকে ত্বরান্বিত করতে পাশে থাকতে চান। আমরা বিশ্বাস করি, আপনার ব্র্যান্ডের প্রচার এবং সাহিত্য বাতায়নের অগ্রযাত্রায় আমরা চমৎকারভাবে কাজ করতে পারি।

যোগাযোগ করুন:

হোয়াটসঅ্যাপ (WhatsApp): (01577439257)

ইমেইল (Mail): [sahityabatayan@gmail.com](mailto:sahityabatayan@gmail.com)



**বিজ্ঞাপন ও স্পন্সরশিপের সুবর্ণ সুযোগ!**

সাহিত্য বাতায়ন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রতি সপ্তাহে লেখা প্রকাশ হয়ে থাকে অনেক লেখকের, বাংলাদেশ ভারত সহ দেশের সুনামধন্য প্রতিষ্ঠানের (ইউনিভার্সিটি) মেধাবী শিক্ষার্থী লেখকরা নিয়মিত লেখছেন। সবার কাছে পৌঁছাবে আপনার ব্র্যান্ড। আমাদের সাহিত্য বাতায়ন পত্রিকার নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা এবং লেখালেখির যাত্রাকে অনলাইন থেকে অফলাইনে আরও উন্নত করতে আমরা নিবেদিতপ্রাণ স্পন্সর ও বিজ্ঞাপনী অংশীদার আহ্বান করছি।

আপনার ব্যবসা, প্রতিষ্ঠান বা ব্র্যান্ডের প্রচারণায় আমাদের সাথে যুক্ত হতে আগ্রহী হলে এখনই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

বাবসা প্রতিষ্ঠান কর্পোরেট ব্র্যান্ড পণ্য ও সেবা

বিজ্ঞাপন প্রচার সহযোগিতা

হোয়াটসঅ্যাপ (WhatsApp): **01577439257**

Mail: [sahityabatayan@gmail.com](mailto:sahityabatayan@gmail.com)

আপনার ব্র্যান্ডের প্রসারে আমরা আছি আপনার পাশে!